بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৪ অক্টোবর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক হল্যান্ডের নূনস্পীটস্থ মসজিদ নূর-এ প্রদত্ত ১৪ অক্টোবর ২০১১-এর (১৪ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ অতিবাহিত করছি। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা আহমদীরা এ নিশ্চিত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে চলছেন। বিশেষ করে মানুষকে খোদা বানিয়ে রাখার খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আহমদীয়া জামাত যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে আর ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে সোচ্চার– অন্য কোন মুসলমান ফির্কা এর কোটি ভাগের এক ভাগও উপস্থাপন করছে না আর না-ই উপস্থাপন করার ক্ষমতা রাখে। কেননা একাজ আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী এবং তাঁর জামাতের মাধ্যমে করানোর ছিল এবং করাচ্ছেন। খ্রিস্টান জগত আজ এ কথা স্বীকার করছে। পুণ্য প্রকৃতির মুসলমানরাও একথা স্বীকার করে যে আহমদীয়াতেই প্রকৃত হিদায়াত নিহিত এবং এর মাধ্যমেই তারা হিদায়াতের পথ খুঁজে পাচ্ছে। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। আজ থেকে ষাট সত্তর বছর পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন খ্রিস্টান পাদ্রীরা এই ধ্বনি উত্তোলন করছিল, অচিরেই আফ্রিকাবাসীরা খ্রিস্টীয় মতবাদ গ্রহণ করে খোদার পুত্রের ঈশ্বরত্বকে মেনে নেবে। অনুরূপভাবে আজ থেকে একশ বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছিল, অচিরেই খ্রিস্ট ধর্ম ভারতবর্ষে জয়যুক্ত হবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মানুষকে খোদা বানানোর মতবাদকে স্বয়ং তাদের পুস্তক ও যুক্তিতর্ক দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণ করেন তখন

লক্ষ লক্ষ মুসলমান যারা খ্রিস্ট ধর্মের ঝুলিতে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল বা খ্রিস্ট ধর্মকে ইসলামের চাইতে শ্রেয় জ্ঞান করতো তাঁরা সম্বিত ফিরে পেল এবং এই মিথ্যা মতবাদকে গ্রহণ করা থেকে রক্ষা পেল। তিনি (আ.) [অকাট্য যুক্তি প্রমাণের] এক সুদৃঢ় প্রাচীর ও প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে খোদার একত্ববাদ এবং ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব জগদ্বাসীর সামনে প্রমাণ করে দিলেন। এভাবে আফ্রিকাতেও আহমদীয়া জামাতের মুবাল্লেগণ ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদরূপী মিথ্যা মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে খ্রিস্টান প্রচারকদের সামনে এক প্রতিবন্ধক দেয়াল গড়ে তুলেন। ফলে তারা একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, আহমদীরা আমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত ইসলামের এই বীর সেনানীর এরূপ (মহান) অভিযান দেখা সত্ত্বেও মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেণী আনন্দে মাতোয়ারা হবার পরিবর্তে এবং জামাতভূক্ত হবার পরিবর্তে ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষের যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে তাথেকে আল্লাহ্‌ই রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, খোদার সিদ্ধান্ত তাঁর প্রেরিতের অনুকূলে আছে এবং থাকবে। পুণ্য স্বভাবের লোকেরা ধীরে ধীরে মুহাম্মদী মসীহ্‌র জামাভূক্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন, তবে অধিকাংশ মানুষ মোল্লাদের ভয় এবং অল্প বিদ্যার কারণে চরম বিরোধিতা করে চলছে। প্রতিদিনই মুসলমান নামধারী দেশগুলোতে বিশেষভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে কোন না কোন অপতৎপরতা চালানো হয়ে থাকে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলও এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে যার (অনুষ্ঠানাদি) ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও শোনা ও দেখা যায়। অল্পজ্ঞানী মুসলমানদেরকে ভুল কথা বলে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হয়। কোন কোন টিভি চ্যানেল তাদের নির্ধারিত নীতির কারণে এর অনুমতি দেয় না। তবে, জনকল্যাণকর কাজের নামে সময় ক্রয় করে এসব চরমপন্থী ও নৈরাজ্যবাদীরা এতে কোন না কোন কথার অজুহাতে ঘোষণা করে দেয়, আহমদীরা 'ওয়াজেবুল কতল' (অবশ্য হত্যাযোগ্য)। সম্প্রতি এখানে ইউরোপের এমনই একটি চ্যানেলে এক মৌলভী উক্ত ঘোষণা দিয়ে বসে। পরে ঐ চ্যানেলের মালিকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং এই চ্যানেলে ভবিষ্যতে ঐ মৌলভীকে আর সুযোগ না দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

যাহোক, ঐ সব মন্দ স্বভাবের লোকেরা ইসলাম, রসূল (সা.)-এর সম্মান এবং খতমে নবুয়তের নামে স্বল্পজ্ঞানী মুসলমানদের প্ররোচিত করার কাজ হাতে নিয়েছে। আমি যেমন বললাম, ইসলামের প্রচার ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার মর্যাদা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা আহমদীয়া জামাত যেভাবে করে চলছে তার স্বীকৃতি ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এবং মিশনারীরা পর্যন্ত দিচ্ছে। মুসলমান হওয়ার দাবীদার এবং আমাদের বিরুদ্ধে এসব আপত্তিকারীদের ইসলাম প্রচারের জন্য মাত্র কয়েক টাকা খরচ করারও সাধ্য নেই। তবে, দেশের সম্পদ লুটে নেয়ার ধান্দা অবশ্য সবারই আছে। আজ ইসলাম এবং রসূল (সা.)-এর সম্মানের নামে (পাকিস্তানে) দেশে যা কিছু হচ্ছে, সেখানে যে ধরনের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে তা ভদ্র সমাজকে অস্থির করে তুলেছে। কারো জীবন সেখানে নিরাপদ নয়। আহমদীদের বিরুদ্ধেতো সন্ত্রাস চলছেই, আর আমি অনেকবার এর উল্লেখও করেছি। আহমদীরা

এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তানের কোন নাগরিকই এখন এর কবল থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তারা ভাবে না, একদিকে দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে, কোন শাসন ব্যবস্থা নেই, অপর দিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশকে ঘিরে ফেলেছে। এ সব কি হচ্ছে? জাতি কোন দিকে যাচ্ছে? আল্লাহ্ কোন পরিণামের দিকে এদের নিয়ে যাচ্ছেন? কি পরিণাম হতে যাচ্ছে এদের?

আল্লাহ্ তা'লা এদের কান্ডজ্ঞান দিন, এরা চিন্তা করে দেখুক আর ভাবতে শিখুক। আহমদীরা তো দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে এই দোয়া করে, আল্লাহ্ দেশকে সকল প্রকার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন, যদিও বিভিন্ন ধরনের আইনের ছত্রছায়ায় তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হচ্ছে আর তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। **গত জুমুআর খুতবায় আমি দোয়া ও প্রত্যেক সপ্তাহে একটি নফল রোযা রাখার কথা বলেছিলাম। এ প্রসঙ্গে বলছি, এ রোযা জামাতবদ্ধ ভাবে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের সবাই সম্মিলিতভাবে একই দিনে এ রোযা রাখবে। প্রত্যেক স্থানীয় জামাত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে তাঁরা কোন দিন রোযা রাখবে। সোমবার বা বৃহস্পতিবার রোযা রাখা যেতে পারে। আমি পাকিস্তানের জামাত গুলোকে একথাই বলেছিলাম। মোটকথা, আমি যে তাহরীক করেছি এর প্রতি জামাতের পুরো মনোযোগ দেয়া উচিত।**

আমি জামাতকে দোয়ার জন্য বলেছিলাম, যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জামাতকে শত্রুর শত্রুতা থেকে এবং অত্যাচারীদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করেন। দেশের জন্যও দোয়া করতে বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা নৈরাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করুন যাতে দেশ রক্ষা পায়। আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি। তাইতো দেশে এসব অরাজকতা দেখে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। মোটকথা এই কর্তব্য পালন আমাদের জন্য, প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর জন্য আবশ্যক, তাকে সে কর্তব্য পালন করতেই হবে।

এবার আমি প্রথম কথায় ফিরে আসছি। আমি বলেছিলাম, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর মাধ্যমে হিদায়াতপ্রাপ্ত জামাতের সদস্যরাই ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং সকল ধর্মের উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ জন্যই আফ্রিকা হোক বা ইউরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলই হোক না কেন ইসলামের সুরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম আহমদীরাই নির্ভীকভাবে দন্ডায়মান হয়। কেবল সুরক্ষার জন্যই নয় বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যেও তারা দাঁড়ায়। যেখানে তেল সম্পদ কোন কাজে লাগে না সেখানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আহমদীদের সামান্য আয় হতে প্রদেয় চাঁদা কাজে আসে। নিঃসন্দেহে এতে আমাদের কৃতিত্ব ও গর্বের কিছু নেই। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ মাত্র যে তিনি আমাদের যৎসামান্য ত্যাগে প্রভূত কল্যাণ দান করেন এবং এর প্রভূত ফল আসে। কাজেই আমাদের উচিত, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাকে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের এ সামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষা তাঁর সমীপে উপস্থাপন করে যাওয়া। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে আহমদী হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। আর আমাদের পূর্বপুরুষকে সেই সৌভাগ্য দান করে থাকলে আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যুগ ইমামের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর মিশন পূর্ণ করার চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের ইহ ও পরজগতকে

আমরা যেন সুনিশ্চিত করতে পারি। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! কেবল আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং আমাদের নিজেদের ভেতর আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী হৃদয় সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই বাণী যা আসলে প্রকৃত ইসালামের বাণী, স্ব-স্ব দেশে প্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। আর ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ দূর করে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

কাজেই একটি ছোট্ট জামাত হওয়া সত্ত্বেও হল্যান্ড জামাতকে নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে। হাতে গোনা কয়েকজন কাজ করলেই এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়া সম্ভব নয়। হল্যান্ডে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীকে তার পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। হল্যান্ডই সেই দেশ যেখানে সেই দুর্ভাগাও বসবাস করে যে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশালীন কথাবার্তা বলা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় সীমাতিক্রম করছে। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ইসলামের নাম শুনতেই রাগে তাদের মুখ থেকে ফেনা বের হওয়া শুরু হয়। কিছুদিন পূর্বে যখন মুসলমান কোন একটি সংগঠন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কঠোর নিন্দা করে তখন গীরট উইল্ডার (Geert Wilder) নামী এই নিপীড়ক ঘোষণা দেয়, এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং আমরা ততক্ষণ মানবো না যতক্ষণ এ ঘোষণা না দেবে যে, ইসলাম ধর্মই মৌলবাদের শিক্ষা দেয়। এ ধর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয় বরং মিথ্যা, কাজেই একে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করা উচিত। এ হল তার অভিপ্রায়। সে বলেছে, এ ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমরা কোন প্রকার অজুহাত শুনতে প্রস্তুত নই। অতএব আমাদের এই দ্ব্যর্থহীন বাণী শুনাতে হবে, হে অত্যাচারী! শুনে রাখ— তুমি, তোমার দল এবং তোমার সমমনা ব্যক্তিরা ধ্বংস হবে ঠিকই কিন্তু ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এসেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। আর পৃথিবীর এমন কোন শক্তি, সে যত বড় ফেরাউন আর ইসলামের শত্রুই হোক না কেন ইসলামের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে সেই জারীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র বীর)-কে প্রেরণ করেছেন যিনি তোমাদের মত শত্রুদের চরম শত্রুতা সত্ত্বেও এ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সাহায্যে ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন। খোদার এই পাহলোয়ানের হাতে বয়আতকারী প্রত্যেক আহমদী জানে এবং এ প্রতিজ্ঞা করে, আমরা আমাদের জীবন, সম্পদ ও সময়ের ত্যাগ স্বীকার করে এ লক্ষ্য অর্জন করবই, ইনশাআল্লাহ্।

কাজেই এ দেশের অধিবাসী ও পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীকে বিশ্ববাসীর কাছে এ বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আপনাদের এ বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এই রাজনীতিবিদ ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু সংসদে আসন লাভ করলেও আর পূর্বের চেয়ে অধিক আসনও যদি লাভ করে করুক; কিন্তু বিশ্ববাসীকে আপনারা বলে দিন, তাদের এসব আচরণই খোদা তা'লার হাতে তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। খোদা তা'লা সর্বদা তাঁর রসূলের লাজ রেখেছেন, তাঁর মর্যাদার সুরক্ষা করেছেন আর আজও করবেন— ইনশাআল্লাহ্। আমাদের কোন ক্ষমতা নেই আর আমরা পার্থিব কোন কৌশলও অবলম্বন করব না কিন্তু যাদের হৃদয়ে আঘাত করা

হয়, তাদের ব্যাকুল দোয়া আল্লাহ্ তা'লার আরশ কাঁপিয়ে দেয়। আর এখানে তো আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন ও বন্ধুর প্রশ্ন। এখানে আমাদের দোয়ার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানই সেই কাজ দেখাবে যে, এসব নীচদের দেহকনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হল্যান্ডে এমন বহু লোক আছেন যারা সাধু প্রকৃতির, সবাই এক স্বভাবের নয়। তাঁরা এ দুষ্ট লোকের কথা প্রত্যাখ্যান করেন। সে কারণেই এই হতভাগার বিরুদ্ধে এখানে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল। অবশ্য ধারণা করা হয়, এই মোকদ্দমাও রাজনীতির শিকার হয়েছে; এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এমন ভদ্র মানুষ অবশ্যই এদেশে আছেন যাঁরা এদের এ ধরনের ঘৃণ্য চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডে অসন্তুষ্ট। এসব লোকদের সন্ধান করে তাদের কাছে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর বাণী পৌঁছান। পৃথিবীতে শান্তি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠাকারীদের সন্ধান করুন। এরপর তাদেরকে জগতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সাবধান করুন। পরস্পরের অনুভূতির ব্যাপারে সংবেদনশীল এবং অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের একত্রিত করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার অভিযান পরিচালনা করুন। বিশ্ববাসীকে বলুন, আজ ইসলাম সবচেয়ে অধিক এই শিক্ষা দেয় যে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান কর। এমনকি শির্ক যা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পাপ, এতে লিপ্তদের দৃষ্টিতে রেখে এ শিক্ষা দিয়েছে, তাদের প্রতিমাকেও গালমন্দ করো না। কেননা প্রত্যুত্তরে তাঁরা খোদার সম্পর্কেও কটু কথা বলবে এবং দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়াবে।

অতএব আজ হল্যান্ডের আহমদীদের নিজেদের প্রচেষ্টাকে বেগবান করা খুবই প্রয়োজন। আজ আপনারা যদি আপনাদের দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হতেন যেভাবে বহুদিন থেকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাহলে আলমীরে'তে যেখানে মসজিদ বানাতে চেয়েছিলেন, সরকার মসজিদের জমি দিয়ে পুনরায় তা ফেরত নিত না। এটা ঠিক, এটি ইসলামের শত্রুদের ঘাঁটি, এখানে তাদের রাজত্ব। কিন্তু তবুও এখানে অনেক সৎ-প্রকৃতির মানুষ আছেন যারা আপনাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কাজেই নিজেদের প্রচেষ্টা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগঠিত, সুদৃঢ় ও বেগবান করা প্রয়োজন। সাথে সাথে সর্বদা এটাও স্বরণ রাখুন, আমাদের কোন কাজ দোয়া ছাড়া হয় না। খোদা তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দিন। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলব, দেশের (হল্যান্ডের) রানীর জন্য দোয়া করুন। কেননা রানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধিতা করে থাকেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে দেশের নাগরিক জ্ঞান করে তাদের অধিকার ও অনুভূতীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা বলেন। তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার জন্য সমাজের একটি শ্রেণী তাঁর পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে। মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহের মাধ্যমে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। তাই রানীর জন্য দোয়া করুন, তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্র যেন ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হৃদয় দুয়ার খুলে দেন। অনুরূপভাবে দেশের লোকদের বক্ষকেও উন্মুক্ত করে দিন যাতে তাঁরা ইসলামের অনুপম শিক্ষাকে অনুধাবন করতে পারে।

অতএব আমাদেরকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের নাম সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিজেদের পূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। কেননা আমরা খোদার সেই বীর পুরুষকে মেনেছি যিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বিশ্ববাসীকে তাঁর (সা.) পদানত করবেন। যেমন আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই এ উপমহাদেশে মিথ্যার আগ্রাসন

প্রতিহত করেছেন। এ উপমহাদেশের মুসলমানরা তা মানুক বা না মানুক, তিনিই মুসলমানদেরকে শির্কের ঝুলিতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠায় নিজের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন।

এছাড়া আফ্রিকাতে আমাদের মুবাল্লেগগণ ইসলাম প্রচার করে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী লোকদেরকে একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। জলসায় আমরা আফ্রিকান আহমদীদেরকে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'র গান গাইতে শুনি। তাদের মধ্যে অধিকাংশই খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ঘানায় অধিকাংশ আহমদীই তাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম থেকে এসেছেন। কাজেই এটি সেই কাজ যা আজ আহমদীয়া জামাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে শিখে জগতময় করে যাচ্ছে। আজকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) থেকে পৃথক হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কেননা তিনি (আ.)-ই আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরিত সেই মাহদী যিনি এ যুগে বিশ্ববাসীর পথনির্দেশনার কাজ করবেন আর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে এসেছেন। তিনিই মহানবী (সা.)-এর সেই প্রকৃত প্রেমিক যিনি নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎসর্গ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে রসূল প্রেম এমন প্রবল ছিল যার ধারণা তাঁর রচনাবলী থেকে করা যায়। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন:

'এখন আকাশের নীচে কেবল একজনই নবী এবং একটিই ঐশী গ্রন্থ বিদ্যমান অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। যিনি সব নবীর চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ, আর সকল রসূলের চেয়ে অধিক সম্পূর্ণ এবং যিনি হলেন খাতামুন্ নবীঈন ও মানবশ্রেষ্ঠ। যাঁর অনুসরণে খোদাপ্রাপ্তি ঘটে আর আঁধাররাজি দূরীভূত হয় আর এ জগতেই সত্যিকার মুক্তি লাভের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়। (বারাহীনে আহমদীয়া পৃষ্ঠা: ৫৭৫)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং পূর্ণ নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রীকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায় সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এ প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর যেমনটি দুনিয়া সৃষ্টি অবধি তুমি অন্য কারও প্রতি কর নি'।** (ইতমামুল হুজ্জত, পৃষ্ঠা: ৩৬)

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, **'যারা খোদাভীতির তোয়াক্কা না করে অন্যায়ভাবে আমাদের সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কটুক্তি করে এবং তাঁর প্রতি ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করে এবং বাজে কথা বলা থেকে বিরত হয় না তাদের সাথে আমরা কীভাবে মিমাংসা করতে পারি। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমরা জঙ্গলের সাপ এবং অরণ্যের নেকড়ের সাথে সন্ধি করতে পারি কিন্তু যারা আমাদের নবী (সা.), যিনি আমাদের কাছে আপন প্রাণ এবং পিতা-মাতার চেয়েও অধিক প্রিয় তাঁর প্রতি অপবিত্র আক্রমণ করে তাদের সাথে**

সমঝোতা করতে পারি না। খোদা তা'লা আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দিন। আমরা এমন কাজ করতে পারি না যার ফলে ঈমান হারানোর উপক্রম হয়'।

কাজেই এ যুগে এমন কেউ কি আছে, যিনি এভাবে মুহাম্মদ প্রেম, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য আত্মভিমান প্রদর্শন করবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছাড়া আর কাউকে দেখা যাবে না। ধরাপৃষ্ঠে খুঁজে দেখ! কোথাও রসূলের এমন নিষ্ঠাবান প্রেমিক খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু তাসত্ত্বেও মুসলমানদের একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণীর দুর্ভাগ্য, তাঁরা এই রসূল প্রেমিককে শুধু অস্বীকার করেই নিবৃত্ত হয় নি বরং অন্যায়ভাবে তাঁকে গালি-গালাজের লক্ষবস্তুতে পরিণত করা হয়।

যেভাবে আমি বলেছি, পাকিস্তানে মোল্লারা প্রায়শঃ এমন অনুষ্ঠান করে থাকে। রাবওয়াতে যেখানে ৯৮ভাগ আহমদীদের বসতি, সেখানকার আহমদীদের জলসা এবং ইজতেমা করার অনুমতি নেই। কিন্তু খতমে নবুয়ত-এর নামে শত্রুদেরকে আহমদীদের বিরুদ্ধে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে নোংরাভাষা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। অক্টোবরে তারা রাবওয়াতে যে জলসা করে তা গতকাল অপরাহ্নে আরম্ভ হয়েছে আর আজ বিকেলে শেষ হবার কথা। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে সেখানে রসূল প্রেমের কথা খুব কমই হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অপালাপ এবং নোংরা কথাবার্তার বেসাতি চলছে। খতমে নবুয়তের নামে এই রসূল প্রেমিক অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে (আক্রমনের) লক্ষস্থল বানানো হচ্ছে। তাঁর অনুসারীদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা এ সবকিছু রসূল প্রেমের কারণেই সহ্য করি আর আমরা আমাদের প্রিয় খোদার সামনে বিনত হই যিনি আমাদেরকে কখনও পরিত্যাগ করেন নি। আমাদের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা যৎসামান্য হলেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় মসীহ্ ও মাহদীর সত্যতা প্রমাণের জন্য অসংখ্য মানুষকে স্বয়ং পথ দেখিয়েছেন। আর এ কাজ বিগত ১২৫ বছর ধরে তিনি করে যাচ্ছেন। তাদের হৃদয় দুয়ার খুলেন এবং তাদেরকে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্যও দান করে চলেছেন। এখন আমি আপনাদের সামনে আপনাদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য কতক ঘটনা উপস্থাপন করব।

আমাদের জার্মানীর মুবাল্লেগ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব লিখেন, এক অ-আহমদী বন্ধু সারবাদ বাশ সাহেব বেশ কয়েক বছর ধরে আমার যেরে তবলীগ ছিলেন। তিনি জামাতের বিশ্বাস বা আক্বীদাকে সবদিক থেকে সঠিক জ্ঞান করতেন কিন্তু বয়আতের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। তিনি তবলীগও করতেন আর তাঁর তবলীগের ফলে কয়েকজন বয়আতও করেছেন কিন্তু নিজে বয়আত করেন নি। আহমদীয়াতের তবলীগ করতেন। বলতেন, এখনও কিছু সংশয় আছে। মুরব্বী সাহেব লিখেন, একদিন তিনি আমার কাছে এসে বললেন, বয়আত করার নিয়ম কী? আমি অবাক হয়ে বলি, কী হয়েছে? তিনি বলেন, রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যাতে এই শব্দ শুনতে পাই, আহমদীয়াত সেই সমুদ্র যার ধনভান্ডারের সন্ধান পাওয়া যার তার কাজ নয়। তিনি বলেন, এই শব্দ আমার অন্তরাত্মাকে বদলে দিয়েছে। কাজেই তিনি তখনই বয়আত গ্রহণ করেন।

আইভরিকোস্ট-এর সোসিয়াবে নামক গ্রামে আমাদের মুবাল্লেগ তবলীগের উদ্দেশ্যে যান এবং ইমাম মাহদীর আগমনের ঘোষণা করেন। সেই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চিবাতে সাহেব দাঁড়িয়ে নিজের একটি স্বপ্ন শোনান; এক রাতে তিনি প্রায় ২টার দিকে উত্তর দিগন্তে একটি আলো জ্বলজ্বল

করতে দেখেন এবং এর এক সপ্তাহ পর একটি আলো দক্ষিণ দিগন্তে উদিত হতে দেখেন। গ্রাম প্রধান তাঁর এই স্বপ্ন আলেমদের সামনে বর্ণনা করলে তাঁরা উত্তর দেয়, তুমি অনেক বড় সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছ। এই স্বপ্নের কিছুদিন পর যখন আহমদী মুবাল্লেগণ সেই গ্রামে পৌঁছায় এবং ইমাম মাহদীর সংবাদ তাদের শুনানো হয় তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মানুষের সামনে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এটিই সেই মহাসৌভাগ্য যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিগন্তে উদিত আলোর আকারে দিয়েছেন। আমি সত্যকে গ্রহণ করছি। তিনি তাঁর গ্রামবাসীকে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা গ্রহণ করতে চাও তাদেরকে আশ্বস্ত করছি আহমদীয়াত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত সৌভাগ্য একে লুফে নাও। এরপর প্রায় পুরো গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

এরপর ইরাকের ওয়াহীদ মুরাদ সাহেব বলেন, আমি শিয়া অধ্যুষিত এলাকায় বাস করি। আমার বাপ-দাদাও শিয়া কিন্তু ইমাম মাহদীর ব্যাপারে শিয়া মতবাদ সম্পর্কে আমার সংশয় ছিল। মনে হতো, অবশ্যই কোথাও কোন না কোন ফাক বা ত্রুটি রয়েছে। একদিন স্বপ্নে দেখি, আমি একটি ঘরে বসে আছি, তখনই চারজন মানুষ আসার শব্দ পেলাম যাদের আমি চিনতাম না। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারজনই পানির পাইপ দিয়ে আমার ঘরে পানি ছিটাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি করছো? তাঁরা বললো, আমাদেরকে আপনার ঘর পরিস্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অন্যান্য প্রতিবেশীর ব্যাপারে কী নির্দেশ? তারা অথবা তিনি বললেন, আমাদেরকে কেবল আপনার ঘর পরিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বপ্ন দেখার পরের দিন টিভি চালু করে দেখলাম টিভির পর্দায় চারব্যক্তি যথাক্রমে মুস্তফা সাবেত সাহেব, শরীফ সাহেব, হানী সাহেব ও মু'মিন সাহেব আল্ হেওয়ারুল মুবাশের অনুষ্ঠানে বসে আছেন। আমি নিশ্চিত হলাম, এ স্বপ্ন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কাজেই আমার বয়আত করা উচিত।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, রিইউনিয়ন দ্বীপের একজন মহিলা একটি মিটিং এর উদ্দেশ্যে ফ্রান্স যাচ্ছিলেন। যাবার পূর্বে তাঁকে স্বপ্নে বলা হল, আপনি ফ্রান্সে গিয়ে আপনার আত্মীয় 'এল এম' এর সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবেন। তিনি ফ্রান্সে গিয়ে উক্ত আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত করলেন যিনি আল্লাহ্‌র কৃপায় পূর্বেই বয়আত করেছিলেন। তিনি ঐ মহিলাকে মিশন হাউজে নিয়ে যান। তবলীগ করার পর ঐ মহিলা বয়আত করেন। পরবর্তী দিন ঐ মহিলাকে বিমান বন্দরে ছেড়ে আসার জন্য তার অবস্থান স্থলে পৌঁছলে সেখানে তার স্বামী-সন্তান উভয় উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, আমরা আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। আপনি আমাদের বয়আত নিন। এভাবে সেই পরিবারের সবাই বয়আত গ্রহণ করেন।

এরপর মিশর থেকে আব্দুল মজীদ সাহেব বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি একটি ছোট্ট নৌকায় আরোহিত। আমার হাতে একটি বৈঠা এবং আমি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমতাবস্থায় সমুদ্রে প্রচন্ড ঝড়-তুফান আরম্ভ হয় এবং নৌকা উল্টে যাবার উপক্রম হয় তখন আমি আল্লাহ্ তা'লার বাণী শুনলাম 'এই নাও মূসার লাঠি এবং সমুদ্রে আঘাত কর'। এমন সময় একটি বাঁকা লাঠি হাতের কাছে পাই। আমি তা হাতে নিয়ে সমুদ্রে আঘাত করলাম। ইতিমধ্যে নৌকা একটি উঁচু স্থানে অবস্থান নিল যা অতি চমৎকার অট্টালিকা বিশিষ্ট একটি শহর ছিল। এ শহরের প্রত্যেকটি মানুষ খুবই সুদর্শন ও আনন্দিত। আমাকে বলা হল, এটি আহমদীয়া জামাতের শহর।

আমি বুঝলাম, এখানে ইশারা করা হয়েছে তাই আমার বয়আত করা উচিত। কাজেই এভাবে আমার বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য হল।

আরশাদ সাহেব ২০০০ সালের একটি ঘটনা লিখেন, জার্মানীর একটি তবলীগি স্টলে তুর্কী বংশদ্ভুত একটি পরিবারের সাথে পরিচয় হয়। পরবর্তীতে সে দম্পতি আমাদের মসজিদে আসেন। সেই তুর্কী মহিলা যখন আমাদের মুবাল্লেগ সাহেবের স্ত্রীকে দেখেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো আর তিনি বললেন, কয়েকদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আপনি আমাকে তবলীগ করছেন। তখন তাকে আহমদীয়াতের ব্যাপারে বুঝানো হল। এমটিএ'তে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে দেখেন। কয়েকদিন পর তিনি পুনরায় মসজিদে এসে বলেন, আমি বাসায় গিয়ে নিজস্ব রীতি অনুসারে দোয়া করেছি, 'হে আল্লাহ্ এটি আমার জন্য একটি রহস্য'। তুমি আমাকে সাহায্য কর। ঐ বুযূর্গ যাকে আজ আমি মসজিদের টিভি'তে দেখেছি তিনি যদি সত্য হন তবে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দাও। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, কাশফী অবস্থায় (দিব্য দর্শনে) তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। এরপর উক্ত স্বপ্নের ফলশ্রুতিতে সেই পরিবারের তিনজনই বয়আত গ্রহণ করেন।

এরপর হল্যান্ডেই, যেখানে কেবল মুসলমান নয় বরং অ-মুসলিমদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করেন। হল্যান্ড থেকে আপনাদের মুবাল্লেগ সাহেব আমাকে লিখেন, এক হিন্দু মহিলার নাম হলো মালতী। তিনি প্রায় পনের বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মরক্কোর অধিবাসী ইউসূফ মানসুরুল্লাহ্'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর ঐ মহিলা স্বপ্নে দেখেন, ভারতের বিভিন্ন এলাকার মানুষ, সাদা রঙ এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় এক বুযূর্গের পাশে সমবেত হচ্ছে এবং তারা হাতের ইশারায় বলছে, এই ব্যক্তি মসীহ্ মওউদ। ঐ মহিলা স্বামীকে তার স্বপ্ন শুনান। তার স্বামী এমটিএ দেখলেন যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। মনসুর বিল্লাহ্ সাহেব তার স্ত্রী'কে ডেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানো মাত্রই তিনি চিনে ফেলেন আর বলেন ইনিই সেই পবিত্র পুরুষ যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। তাঁরা দু'জন এমটিএ দেখেন এবং বয়আত করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এসব পবিত্রচেতা মানুষ! যারা আহমদীয়া জামাতভূক্ত হন এখন জামাদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে জামাতী রীতিনীতি ও আদর্শে সুশিক্ষিত করা, এমন লোকদের কাছে টেনে আনার জন্য তাদের সাথে স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা করা আবশ্যক।

এবার খ্রিস্টানদের অবস্থা দেখুন! **বারিন্ডীভিলসন** নামের একজন মহিলার আহমদীয়াত গ্রহণের বিবরণ দিতে গিয়ে কানাডার আমীর সাহেব লিখেন, টরেন্টোতে বসবাসকারী এই যুবতী আমাদের একজন প্রচারক হাসান ফারুক সাহেবের পরিচিত ছিলেন। তিনি একাধারে আল্লাহ্ তা'লা, মহানবী (সা.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন। তাঁরা তাকে (ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে) নিশ্চয়তা দেন এবং ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানান। এরপর তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

আবার কানাডাতেই আমানুয়েল রোচেস'এর বয়আত গ্রহণের ঘটনা আছে। অন্টারিও'তে বসবাসকারী চব্বিশ বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গ যুবক শৈশবে স্বপ্নে আলো দেখতে পেতেন। প্রথম প্রথম তা অনুজ্জ্বল বা নিষ্প্রভ দেখা যেত কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা ধীরে ধীরে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। দেড় বছর পূর্বে এই যুবক যখন মুসলমান হয় তখন এ আলো আরও উজ্জ্বল হয়। আর আহমদীয়াত

সম্পর্কে গবেষণার সময় অধিক দীপ্তিময় হতে থাকে আর এভাবে আলোর মাঝে তিনি অস্পষ্ট একটি অবয়ব দেখতে আরম্ভ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন এক আহমদী বন্ধুর সাথে তিন চার ঘন্টা আলোচনার পর রাতে স্বপ্নে একটি সুস্পষ্ট চেহারা দেখেন। বিলম্ব না করে তিনি সেই আহমদী বন্ধুকে এ বিষয়টি জানান। তিনি তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ছবি অথবা হতে পারে অন্য খলীফাদের ছবি দেখান। কিন্তু আমার ছবি (পঞ্চম খলীফা) দেখা মাত্রই তিনি বলে উঠেন, এটিই সেই চেহারা যা আমি স্বপ্নে দেখেছি। অতঃপর ২০১১ সালের মার্চে তিনি বয়আত করেন।

ইউগান্ডার আমীর সাহেব লিখেন, তবলীগের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিনিধিরা যখন এক ঘরে আহমদীয়াতের বার্তা নিয়ে যান তখন খ্রিস্টান গৃহবাসী আমাদের প্রতিনিধিকে সম্বোধন করে বলেন, আমি আপনাদেরই অপেক্ষা করছি। কেননা আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, কতক মুসলমান আছেন যারা বিভিন্ন ফির্কা ও গোত্রের লোকদেরকে এক খোদা ও মসীহ্র দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ দেয়ার জন্য সমবেত করছেন। আপনারা আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন। আমার বয়আত নিন। এ কথায় আমাদের প্রতিনিধিরা বলেন, বয়আত ফরম পড়ে নিন এবং বয়আতের বিষয়টি প্রথমে ভালোভাবে বুঝে নিন। তখন ঐ খ্রিস্টান (ভদ্রলোক) বললেন, আমি তো পূর্বেই ঈমান এনেছি, আমাকে আর বিলম্ব করাবেন না। এরপর তিনি তখনই স্বপরিবারে বয়আত গ্রহণ করেন।

সিয়েরালিওনের আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, লুঙ্গী'র মাধ্যমিক স্কুলের ভাষা ও চারুকলার শিক্ষক হচ্ছেন হাসান কামারা সাহেব। তিনি ২০০৬ সালে স্বপ্নে দেখেন, দিগন্তে খুব সুন্দর হস্তলিপি ও উজ্জ্বল বর্ণমালায় লিখা হয়েছে 'Allah is the greatest' সে সময় তিনি যেহেতু খ্রিস্টান ছিলেন তাই এক খোদাকে মানতেন না। কিন্তু পুরো নিশ্চিতও ছিলেন না যে খোদার নবী ঈসা কীভাবে খোদা হতে পারেন? তিনি বলেন, এই লেখা দেখে ভয়ে তার শরীর কাঁপতে থাকে আর অস্থিরতার কারণে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ২০০৮ সালে প্রায় অনুরূপ আরেকটি স্বপ্ন দেখেন, দিগন্তে আলোর একটি বিরাট গোলক ভেসে উঠে আর চোখের পলকেই তা বিস্ফোরিত হয় এবং ভেতর থেকে এ বাক্যই 'Allah is The greatest' (আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়) বের হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ২০০৮ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী স্মরণীকা ক্রয় করে পড়তে আরম্ভ করেন আর খোদা তা'লার অনুগ্রহে ধীরে ধীরে আহ্মদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এই স্মরণীকা পাঠের মাধ্যমে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান। ২০০৯ সালে পুনরায় স্বপ্নে দেখেন, ওযু করছেন এবং প্রস্তুতির পর নামায পড়ার উদ্দেশ্যে আহ্মদীয়া মসজিদে যান। পৌঁছে দেখেন, বাজামাত নামায শেষ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, বাজামাত নামায না পাওয়ায় খুবই মর্মাহত হই। এরপর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ২০১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ তাকে বাসায় নিমন্ত্রণ করে জিজ্ঞেস করেন, বয়আত করছেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন, এখনও কতক প্রশ্নের উত্তর অজানা রয়েছে এগুলোর উত্তর পেয়ে গেলেই বয়আত করবো। এ বছর ২০১১ সালের জানুয়ারীতে তিনি তার সকল প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভূক্ত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এখন পরম আগ্রহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক অধ্যয়ন করছেন।

একজন বেতার সাংবাদিক জনাব জিনটেগামবো আমাদের প্রদর্শনী দেখে বলেন, ‘ইসলামের বাণী কি, তা আজ প্রথমবার বুঝলাম। সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে আজ অবগত হলাম, আজই ইসলামকে ধর্ম বলে মানলাম। আমি ইসলামকে খুবই ঘৃণা করতাম কিন্তু আজকে প্রথমবার মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর বাণীকে বুঝলাম।’

এরপর আরেকজন অতিথি ফোস্টন আমবুয়াই বলেন, ‘শুনেছিলাম মসজিদ ‘জাদুর নগরী বা রহস্যময় স্থান’। আজ প্রথমবার মসজিদে প্রবেশ করে অর্থাৎ আহমদীয়া মসজিদে প্রবেশ করে অনুধাবন করলাম, এটি খুবই শান্তিপূর্ণ স্থান।

অতএব আল্লাহ্ তা’লা যখন তাঁর অলৌকিক নিদর্শন দেখাচ্ছেন, স্বয়ং সৎস্বভাবের লোকদেরকে বিশ্বের সর্বত্র সত্যপথের দিশা দিচ্ছেন এবং ধরে ধরে জামাতের অন্তর্ভূক্ত করছেন। আর তারা মসীহ্ ও মাহদীকে শনাক্ত করে তাঁর সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। কাজেই বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা, প্রতিবন্ধকতা এবং গালমন্দ শুনে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে, আহ্মদী বিরোধী বা ইসলাম বিরোধীরা যখন আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে এবং তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক সম্পর্কে অপালাপ করে তখন আমরা চরম মর্মযাতনায় ভুগি আর এর একমাত্র সমাধান হলো, দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র সমীপে বিনত হওয়া। আল্লাহ্ তা’লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং নিজেদের কর্ম এবং জ্ঞান দ্বারা ইসলাম এবং আহমদীয়াতের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরা। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

ইউরোপে আহ্মদীদেরকে ইসলাম বিরোধী এবং আহ্মদী বিরোধী উভয় পক্ষের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। মুসলমান! তারা যে দেশেরই হোক না কেন তাদের পক্ষ থেকেও বিরোধিতা হয়। কেননা, আজকাল মৌলভীরা তাদের মন-মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তুলেছে এছাড়া ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন শক্তি তো এমনিতেই সোচ্চার। আমাদের উন্নতি এবং আমাদের মসজিদ সমূহ এদের উভয়কেই কষ্ট দেয়। আল্লাহ্ চাহেন তো বেলজিয়ামেও যথারীতি প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। সেখানেও উভয় পক্ষ হতেই জামাতের বিরোধিতা হচ্ছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা’লা শত্রুর সৃষ্ট সকল ষড়যন্ত্র ও অনিষ্টে তাদেরই নিপতিত করুন। ভিত্তি রাখার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক। মসজিদের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়ে সেখান থেকে খাদার একত্ববাদ প্রচারিত হোক আর আমরা যেন পূর্বের চেয়ে আরো বেশি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা জগতের সামনে তুলে ধরতে পারি। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এ কাজ করার তৌফিক দিন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)